দুর্নীতি দমন কমিশন

মাসিক

দুদক বার্তা

www.acc.org.bd

৮ম বর্ষ
৩৩তম সংখ্যা
নভেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

২১ নভেম্বর দুর্নীতি দমন কমিশনের ১৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হল। ২০০৪ সালের এই দিনে কমিশনের একজন চেয়ারম্যান ও ২ জন কমিশনার নিয়োগের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে পথ চলা শুরু করেছিল দুদক। সেই শুরু। তারপর থেকে ক্রমাগত কর্মমুখর হয়ে ওঠে প্রতিষ্ঠানটি। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে কাজ শুরু করে কমিশন। জনগনের মাঝে দুর্নীতিবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টিতে দুদক সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মানুষ সচেতন হলে দুর্নীতির মাত্রা অবশ্যই কমে আসবে।

এবছর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ বলেন, 'প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আত্মসমালোচনা করতে হবে। গত বছর আমরা কি করেছি, কি করার ছিল, কি করি নাই কিংবা আগামী বছর কি করবো এসব নিয়ে নিজেদের আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে।'

তিনি আরও বলেন, 'কমিশনের কর্মপ্রক্রিয়া হবে উন্মুক্ত এবং স্বচ্ছ। আমরা আমাদের ব্যর্থতা ঢাকতে চাইনা, সফলতা না বললেও ব্যর্থতা বলতে চাই।'

তিনি বলেন, 'আমরা সততা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্বপালন করলে আমাদের ব্যর্থ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কারণ দুদক ব্যর্থ হলে জাতি হিসেবে দুর্নীতির মতো সর্বগ্রাসী, সর্বভূক এবং ধ্বংসাত্মক অপরাধের কাছে আমরা পরাজিত হবো। এটা হতে পারেনা। দেশের সাধারণ মানুষ থেকে শুর করে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ দুর্নীতির বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছেন।'

কমিশনও দুর্নীতি প্রতিরোধের পাশাপাশি দমনমূলক কার্যক্রম ক্রমাগত গতিশীল করছে। কমিশন নিয়মিত অপরাধ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করছে, গ্রেফতার করছে। দুদক কর্তৃক দায়েরকৃত অধিকাংশ মামলায় সাজাও হচ্ছে। এগুলোকে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমের প্রদর্শন বলা যেতে পারে; যাতে অন্যরা দুর্নীতি করতে সাহস না পায়। দুর্নীতিবাজদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে পারলে

লজ্জা এবং ভয়েও দুর্নীতি করা থেকে অনেকে নিজেকে বিরত রাখবেন বলে কমিশন বিশ্বাস করে।

শুধু তাই নয় ঘুষ গ্রহণের অভিযোগে কমিশন অনেককেই গ্রেফতার করছে, বিগত সাড়ে তিন বছরে ৮০টি ফাঁদ মামলা পরিচালনা করে প্রায় একশত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাতে কি ঘুষ গ্রহণ একেবারে বন্ধ হয়েছে? হয়তো হয়নি। কিন্তু যখন ঘুষখোরদের গ্রেফতার করা হচ্ছে এ কথা জেনে হয়তো অন্য ঘুষখোররা হয়তো শঙ্কিত হচ্ছে। এটাই প্রদর্শনের প্রভাব। কমিশন এ কাজটিই করছে।

কমিশনের এই বহুমাত্রিক কার্যক্রমের ফলে দুর্নীতি এক সময় অবশ্যই কাঙ্ক্ষিতমাত্রায় কমে আসবে। দেশের উন্নয়ন, আগামী প্রজন্মের সোনালী ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে দুর্নীতি কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কমিয়ে আনারও কোনো বিকল্প নেই। আসুন, সম্মিলিতভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলি। সমাজের প্রতিটি স্তর থেকে যখন দুর্নীতি ও দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আওয়াজ ওঠবে তখনই দুর্নীতির সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। আমাদের সমাজ থেকে অসংখ্য অপরাধ যেমন বিলুপ্ত হয়েছে, হয়তো এমন একদিন আসবে যেদিন দুর্নীতির মতো অপরাধও বিলুপ্ত হবে। তাই প্রথমে নিজেকে সৎ হতে হবে এবং পরে অন্যকে সৎ হওয়ার উপদেশ দিতে হবে।

> *আমরা সততা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্বপালন করলে আমাদের ব্যর্থ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কারণ দুদক ব্যর্থ হলে জাতি হিসেবে দুর্নীতির মতো সর্বগ্রাসী, সর্বভূক এবং ধ্বংসাত্মক অপরাধের কাছে আমরা পরাজিত হবো। এটা হতে পারেনা।*

এক নজরে

সম্পাদকীয়
ফাঁদ অভিযান
গ্রেফতার
হট লাইনভিত্তিক অভিযান
প্রশিক্ষণ
বিচার ও দন্ড
দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য মামলা
সভা-গণশুনানি অভিযান কর্মসূচি

১০৬ নম্বরে ফ্রি কল করুন

Like us on Facebook
facebook.com/acc.org.bd

নির্বাহী সম্পাদক
দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়
১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০
9353004-8
info@acc.org.bd
www.acc.org.bd

ফাঁদ অভিযান

নভেম্বর মাসে কমিশন ফাঁদ পেতে ঘুষের টাকাসহ ০৫ (পাঁচ) জনকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত আসামির নাম	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
মোঃ আল আমিন, সার্ভেয়ার, জেলা পরিষদ দিনাজপুর।	সরকারি কর্মচারী হয়ে অপরাধমূলক অসদাচরণ ও ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক জেলা পরিষদের জমি লীজ প্রদানের জন্য অবৈধভাবে ২০,০০০/- টাকা ঘুষ গ্রহণ করার সময়ে হাতে-নাতে গ্রেফতার করা হয়েছে।
গোলাম মোস্তফা কামাল, মহাব্যবস্থাপক ও প্রকল্প পরিচালক, খালিশপুর জুট মিল্‌স, খুলনা।	গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঘুষ লেনদেনকালে ঘুষের ১০,০০০/- টাকাসহ জিএম গোলাম মোস্তফা কামালকে হাতে-নাতে গ্রেফতার করা হয়েছে।
মোঃ রেজাউল করিম, কর পরিদর্শক কর সার্কেল-৩১, কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম।	গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঘুষ লেনদেনকালে ঘুষের ২০,০০০/- টাকাসহ আসামি মোঃ রেজাউল করিমকে হাতে-নাতে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গণশুনানি

দুদক নভেম্বর/২০১৯ মাসে ০২টি গণশুনানি পরিচালনা করেন।

গনশুনানির সংখ্যা	গণশুনানির স্থান
০২টি	চট্টগ্রাম বন্দর, চট্টগাম; মাগুরা সদর, মাগুরা ইত্যাদি।

গ্রেফতার

বিভিন্ন মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ আইনি প্রক্রিয়ায় নভেম্বর/২০১৯ মাসে ১৯ (উনিশ) জনকে গ্রেফতার করেছেন।

গ্রেফতারকৃত আসামির নাম	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
জুনায়েদ হোসেন লস্কর, স্বত্বাধিকারী- মেসার্স লস্কর ট্রেডার্স, খুলনা।	প্রতারণা ও বিশ্বাসভঙ্গের মাধ্যমে প্রিমিয়ার ব্যাংকের ৪,৯৭,০৪,০৬৩/- টাকা ঋণ হিসেবে গ্রহণ করে পরিশোধ না করে আত্মসাৎ।
মোঃ মোকসেদ আলী, সাবেক পরিদর্শক, উপকর কমিশনারের কার্যালয়, কর অঞ্চল, ময়মনসিংহ।	দুর্নীতি দমন কমিশনে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে ৩১,৫৭,৪৬০/- টাকার সম্পদের তথ্য গোপন ও অসাধু উপায়ে জ্ঞাত আয়ের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ ৭৭,৫০,১৪৪/- টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন।
এম, এ সালেক, প্রাক্তন কর্মকর্তা (অবসরপ্রাপ্ত), সোনালী ব্যাংক লিঃ, ভবেরচর শাখা, মুন্সিগঞ্জ।	বিগত ২০০৭ হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত সোনালী ব্যাংক লিঃ, ভবেরচর, মুন্সিগঞ্জ শাখায় কর্মকালীন সময় আর্মি পেনশন পুরাতন হিসাবে ডেবিটকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট পেনশনভোগীদের হিসাবে জমা না করে জেনারেল লেজারে সঞ্চয়ী, ক্যাশ ক্রেডিট ও এসওডি হিসাবে উক্ত অর্থ জমা রেখেছেন, যা পরবর্তী সময়ে বন্ধ হিসাবসমূহের চেক নগদায়ন/টিটি স্থানান্তরের মাধ্যমে উক্ত অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। এছাড়া আর্মি পেনশন পুরাতন হিসাবে ডেবিটকৃত অর্থ পুরাটাই সংশ্লিষ্ট পেনশনভোগীদের হিসাবে জমা না করে একই ব্যক্তিকে একাধিকবার পেনশন প্রদান, মৃত ব্যক্তির নামে ও তার স্ত্রীর নামে পেনশন প্রদান, প্রকৃত প্রাপ্যের চাইতে অধিক প্রদান ও প্রাপ্ত টিআরএ পেনশন সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমা না করে অন্যান্য আসামিদের সাথে পরস্পর যোগসাজশে প্রতারণার মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক সামরিক পেনশন বিল খাতের সর্বমোট ১,৮৪,৩৯,২৩৭/- টাকা আত্মসাৎ।

অভিযোগ কেন্দ্র (১০৬) ভিত্তিক অভিযান

কমিশন নভেম্বর/২০১৯ মাসে ২৯৭টি অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানের সংখ্যা	অভিযানভুক্ত কতিপয় দপ্তর/প্রতিষ্ঠান	
২৯৭টি	ভূমি	: ডিসি অফিসের এল, এ শাখা; এসি (ল্যান্ড) অফিস; জেলা-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়; সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়; ইউনিয়ন ভূমি/তহসিল অফিস; রাজউক; খাস জমি উদ্ধার।
	ইউটিলিটি সেবা	: ওয়াসা (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী); তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন; বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোড; ঢাকা পাওয়ার সাপ্লাই এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ (ডিপিডিসি); নেসকো; বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।
	নাগরিক সেবা	: সিটি কর্পোরেশন; পৌরসভা; সমাজসেবা কার্যালয়, ও ত্রাণ ও পূর্ণবাসন কর্মকর্তার কার্যালয়া; উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়; ডাক বিভাগ; নির্বাচন অফিস।
	সুরক্ষা সেবা	: আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস; মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর; কারা অধিদপ্তর/জেলা কারাগার; বাংলাদেশ পুলিশ।